হিদায়াতুন নিকাহ্

কুসংস্কারের অবসান ও সুন্নাহময় বিবাহের আহ্বান

মাহমুদুর রশীদ

ফাজেলে দারুল উলুম হাটহাজারী

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ:

সহজীকরণ বনাম আধুনিক সমাজের মনগড়া জটিলতা

মুফতিয়ে আজম ফয়জুল্লাহ রহ.-এর একটি ঐতিহাসিক চিঠি

কুসংস্কারমুক্ত বিবাহের ডাক

কতিপয় আয়াত ও হাদিছ:

কুরআন-সুন্নাহর আলোয় জীবনের পাথেয়

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ:

সহজীকরণ বনাম আধুনিক সমাজের মনগড়া জটিলতা

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ কেবল একটি সামাজিক রীতিনীতি বা আইনি চুক্তি নয়; বরং এটি মানবসভ্যতা টিকিয়ে রাখা এবং আত্মিক পবিত্রতা অর্জনের এক ঐশী মাধ্যম। মহান আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন এবং এই পৃথিবীতে মানুষের সিলসিলা বা বংশধারাকে সুশৃঙ্খল ও মর্যাদাপূর্ণ উপায়ে জারি রাখার একমাত্র বৈধ পথ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন বিবাহকে।

পাশাপাশি, মানুষের সহজাত ও সৃষ্টিগত শারীরিক চাহিদাকে কোনো প্রকার কলুষতা ছাড়াই, সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত ও পবিত্র উপায়ে পূরণের একমাত্র মাধ্যম হলো এই বৈবাহিক বন্ধন।

বিবাহের ফজিলত

বর্তমান ফেতনা-ফ্যাসাদের যুগে পঙ্কিলতা ও গুনাহের হাতছানি থেকে নিজের চরিত্রকে হেফাজত করার ক্ষেত্রে বিবাহের ফজিলত অপরিসীম এবং অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণের মাধ্যমে একজন মুমিন যখন নিজের দৃষ্টি ও সতীত্বকে রক্ষা করার নিয়তে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন তা কেবল একটি জাগতিক কাজ থাকে না, বরং তা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদতে পরিণত হয়।

প্রিয় নবী (সা.)-এর পবিত্র হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, গুনাহের পথ পরিহার করে পবিত্র জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বান্দার ওপর আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর কর্তব্য (আল্লাহ নিজ দায়িত্বে তাদের সাহায্য করেন) ।" তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন— ঐ সকল ঈমানদার ব্যক্তি, যিনি (পাপ ও গুনাহ থেকে) নিজের সতীত্ব ও চরিত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে বিবাহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। *(সুনানে তিরমিজি)*

আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সরাসরি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি যেকোনো মুমিনের হৃদয়ে এক গভীর আশার আলো সঞ্চার করে। সুতরাং, সমাজকে পাপাচার থেকে মুক্ত রাখতে এবং নিজেদের ঈমান ও আমলকে সুরক্ষিত করতে সামর্থ্যবান যুবসমাজের জন্য বিবাহের এই মহান উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

বিবাহকে সহজীকরণ: শরীয়তের মাপকাঠি বনাম সামাজিক ভুল ধারণা

ইসলামের অন্যতম মূল দৃষ্টিকোণ এবং সৌন্দর্য হলো বিবাহকে সহজসাধ্য করা এবং উপযুক্ত সময়ে যত দ্রুত সম্ভব বিবাহের ব্যবস্থা করা। এর মূল লক্ষ্য হলো—সমাজে হারামের সমস্ত পথকে রুদ্ধ করা এবং হালালের পথকে উন্মুক্ত ও সহজ করা। তবে ইসলাম একটি বাস্তবসম্মত জীবনব্যবস্থা; তাই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য অন্যতম পূর্বশর্ত হলো—ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে (যৌনগতভাবে) সুস্থ হতে হবে এবং বিবাহ করার ন্যূনতম সামর্থ্য থাকতে হবে।

শরীয়তসম্মত সামর্থ্যের প্রকৃত সংজ্ঞা

এখানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বোঝার বিষয় হলো, বিবাহ করার জন্য এই "সামর্থ্য"-এর মাপকাঠি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) কর্তৃক নির্ধারিত, মানুষের মনগড়া বা সমাজ-নির্ধারিত কোনো বিষয় নয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে সামর্থ্যবান হওয়ার অর্থ হলো—

- ব্যক্তি এমন চরম অভাবী বা রিক্তহস্ত হবে না যে সে তার স্ত্রীর ন্যূনতম মোহরানা পরিশোধ করতেও সক্ষম নয়।
- সে সম্পূর্ণ উপার্জনহীন হবে না; বরং তার এমন হালাল উপার্জনের ব্যবস্থা থাকতে হবে, যার দ্বারা সে স্ত্রীর দৈনন্দিন খাদ্য, বস্ত্র এবং ন্যূনতম আবাসস্থানের (শরয়ী জরুরত) ব্যবস্থা করতে পারে।

ব্যস, এতটুকু সামর্থ্য থাকলেই একজন পুরুষের জন্য বিবাহ করা কেবল বৈধই নয়, বরং চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার্থে জরুরি হয়ে পড়ে।

সামর্থ্যের মনগড়া ব্যাখ্যা ও তাওয়াক্কুল পরিপন্থী মানসিকতা

দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের বর্তমান সমাজে এক শ্রেণির মানুষ নিজেদের তৈরি করা সামর্থ্যের এক কাল্পনিক ও বিশাল মাপকাঠি দাঁড় করিয়েছে। তারা মনে করে, বিবাহ করলেই স্ত্রীর অন্তহীন চাহিদা পূরণ করতে হবে, বিলাসবহুল জীবন দিতে হবে। অনেকের মাস শেষে চলার মতো পর্যাপ্ত হালাল উপার্জন থাকা সত্ত্বেও তারা বিবাহ করতে ভয় পায়। তারা যুক্তি দেখায়—ভবিষ্যতে সন্তান হবে, স্ত্রীর বড় কোনো চিকিৎসার খরচ আসবে, কিংবা স্ত্রীর নানাবিধ শৌখিন চাহিদা পূরণ করতে হবে; সুতরাং এখন বিয়ে করা যাবে না। আর এই অজুহাতে তারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর "সামর্থ্য থাকলে বিবাহ করো" হাদিসটিকে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করে বিবাহকে পিছিয়ে দেয়।

অথচ, শরীয়তের দৃষ্টিতে এগুলো মোটেও সেই সামর্থ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, যা না থাকলে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই ধরনের অমূলক চিন্তা মূলত:

তাওয়াক্কুল ও শরীয়তপরিপন্থী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ।

ভবিষ্যতের অতি-চিন্তা করতে গিয়ে এরা আল্লাহর রিজিকদাতার গুণের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং সীমালঙ্ঘন করে বসে। মানুষের স্বাভাবিক ও মৌলিক প্রয়োজনের যে সীমা শরীয়ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, এরা নিজেদের জাগতিক লোভ ও সামাজিক লোকদেখানো আভিজাত্যের খাতিরে সেই সীমাকে টেনেহিঁচড়ে লম্বা করে দেখায়। ফলে, হালালের পথ কঠিন হয়ে যায় এবং যুবসমাজ অবলীলায় হারামের দিকে ধাবিত হয়।

অথচ মহান আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে তাওয়াক্কুলহীন হয়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে এমন অতিরিক্ত ও অমূলক চিন্তা করতে নিষেধ করেছেন। ভবিষ্যৎ কী হবে সেই ভয়ে হালাল পথকে আটকে না রেখে, বর্তমান সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করেই আল্লাহ তাআলা সমাজকে বিবাহ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা কেবল দারিদ্র্যের ভয়ে বিয়ে থেকে পিছিয়ে থাকে, তাদের আশ্বস্ত করে রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন:

إِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

"তারা যদি দরিদ্র (অভাবী) হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"

(সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩২)

এই আয়াত স্পষ্ট করে দেয় যে, বিয়ের বরকতে আল্লাহ তাআলা মানুষের রিজিকে সচ্ছলতা দান করেন। সুতরাং, সমাজের তৈরি করা কৃত্রিম যোগ্যতার পেছনে না ছুটে, হালাল উপার্জনের ন্যূনতম ব্যবস্থা হলেই আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে বিবাহের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত। তবেই সমাজ থেকে পাপাচার দূর হবে এবং হালালের পথ সুগম হবে।

সামাজিক কুসংস্কার ও লৌকিকতার বেড়াজাল

বর্তমান সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে আরও অনেক কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, যা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোর জন্য বিবাহকে এক দুঃসহ বোঝায় পরিণত করেছে। বিশেষ করে বিবাহের পোশাকের কথাই ধরা যাক—দোকানগুলোতে 'বিয়ের পোশাক' নামে বিশাল মূল্যের পোশাক পৃথকভাবে প্রদর্শন করা হয়। দুঃখের বিষয় হলো, একজন মুসলমান হিসেবে কুরআন ও হাদিসের সুমহান শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণে, আজ মানুষের মানসিকতা এমন সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে যে—নিজের সাধ্য বা সামর্থ্য যাই থাকুক না কেন, ওইসব নির্ধারিত অতি মূল্যবান পোশাকই স্ত্রীকে কিনে দিতে হবে! তারা এমন এক মনোভাব পোষণ করে, যেন দামী পোশাক দেওয়াটা বিবাহের কোনো 'ফরজ' বা বাধ্যতামূলক বিধান!

অথচ ইসলাম মানুষকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো বোঝা চাপিয়ে দেয় না। বিবাহ এবং দাম্পত্য জীবনের এই ব্যয়ের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআলা এক চিরন্তন ও ভারসাম্যপূর্ণ মূলনীতি ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

"সচ্ছল ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং অসচ্ছল ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে।"

(সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৩৬)

এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সামর্থ্যবান ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং যার সামর্থ্য কম সে তার সাধ্য অনুযায়ী খরচ করবে। এখানে কোনো নির্দিষ্ট অংকের বা আকাশচুম্বী মূল্যের পোশাক-আশাকের শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়নি। বরং নিজের সামর্থ্যের ভেতরে থেকে সুন্দর ও মার্জিত উপায়ে স্ত্রীকে উপহার বা মোহরানা দেওয়াটাই শরীয়তের মূল সৌন্দর্য।

দুর্ভাগ্যবশত, আমরা আজ কুরআনের এই সহজ ও সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি ভুলে গিয়ে সামাজিক লোকদেখানো আভিজাত্য আর মনগড়া কুসংস্কারকে ধর্মের চেয়েও বড় করে দেখছি। ফলে যেখানে বিবাহ হওয়ার কথা ছিল অত্যন্ত সহজ ও বরকতময়, সেখানে তা আজ হয়ে উঠেছে অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও জটিল। সমাজ থেকে এই কুসংস্কার দূর করতে হলে আমাদের পুনরায় কুরআন ও হাদিসের এই সহজ, সুন্দর এবং বাস্তবমুখী শিক্ষার দিকেই ফিরে আসতে হবে।

কাবিনের অপব্যবহার ও শান্তির ভ্রান্ত ধারণা

বর্তমান সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে আরেকটি মারাত্মক ব্যাধি ও শরীয়তপরিপন্থী মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। স্বামী যেন স্ত্রীকে নির্যাতন করতে না পারে বা সহজে তালাক দিতে না পারে—এই দোহাই দিয়ে মেয়ের তথাকথিত "ভবিষ্যত নিরাপত্তার" লক্ষে শরীয়তের মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে বিশাল মোটা অঙ্কের টাকা কাবিন (মোহরানা) ধার্য করা হয়। সবচেয়ে বড় ভণ্ডামি হলো, এই বিশাল অঙ্কের মোহরানা ধার্য করার সময় মনে মনে ভাবা হয়—এটি তো কেবল কাগজে-কলমে লেখার জন্য, অতি প্রয়োজন (যেমন বিচ্ছেদ) ছাড়া তো আর সত্যি সত্যি আদায় করতে হবে না!

অথচ ইসলামের বিধান কতই না কঠোর ও পবিত্র! শরীয়তের অমোঘ নিয়ম হলো, বিবাহ বন্ধন বৈধ হওয়ার জন্য মোহরানা আদায় করা আবশ্যক। কোনো পুরুষ যদি মনে মনে "মোহরানা পরিশোধ না করার" বা ফাঁকি দেওয়ার নিয়ত রেখে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে আল্লাহর দরবারে সেই বিবাহ কলুষিত হয়ে যায় এবং হাদিসের ঘোষণা অনুযায়ী সে ব্যভিচারী হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং, মোহরানা যেহেতু আবশ্যিকভাবেই পরিশোধ করতে হবে, তাই তা বরের সামর্থ্যের ভেতরে হওয়াই শরীয়তের অকাট্য দিকনির্দেশনা।

কৃত্রিম নিরাপত্তা বনাম আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি

শরীয়তের এই সুন্দর সীমার বাইরে গিয়ে মানুষ যখনই নিজেদের মনগড়া ও ফালতু বুদ্ধি খাটিয়ে শান্তি এবং নিরাপত্তা খুঁজতে যায়, তখনই তারা চরম ব্যর্থ হয়। মানুষ মনে করে মোটা অঙ্কের কাবিন মেয়েকে শান্তিতে রাখবে; অথচ বাস্তব চিত্র হলো—টাকা কখনো দাম্পত্য জীবনে শান্তি এনে দিতে পারে না। শান্তি দেওয়ার একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ তাআলা। আমরা প্রতিদিন নামাজের পর যে পবিত্র দোয়াটি পড়ি, সেখানেই তা স্পষ্ট:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

"হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি, আর আপনার পক্ষ থেকেই শান্তি অবতীর্ণ হয়। আপনি বরকতময়, হে মহিমাময় ও মহানুভব।"

সহিহ মুসলিম: হাদিস নং ৫৯১

মানুষ টাকা-পয়সা বা কাগজের চুক্তি দিয়ে দুটি হৃদয়ের মাঝে ভালোবাসা বা শান্তি তৈরি করতে পারে না। অন্তরের মালিক একমাত্র আল্লাহ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ধ্রুব সত্যটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন:

لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"তুমি যদি একত্রে পৃথিবীর সকল সম্পদও ব্যয় করতে, তবুও তাদের অন্তরের মাঝে প্রীতি ও বন্ধন সৃষ্টি করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন; নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" *(সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৬৩)*

যিনি প্রকৃত শান্তিদাতা, তাঁর এবং তাঁর প্রিয় নবীর (সা.) সুমহান আদর্শের বিপরীতে গিয়ে যারা লৌকিকতা ও বৈষয়িক ফন্দির মাধ্যমে শান্তি তলব করে, তারা কীভাবে দাম্পত্য জীবনে শান্তিতে থাকতে পারে? রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী কম মোহরানা ও সহজ বিবাহেই লুকিয়ে আছে প্রকৃত বরকত ও শান্তি। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল ছেড়ে মানুষের তৈরি কৃত্রিম প্রাচীরের পেছনে দৌড়ালে অশান্তি আর বিপর্যয় ছাড়া আর কিছুই জুটবে না।

ক্যারিয়ার ও "বুঝ হওয়ার" দোহাই: হারামের নীরব সহযোগিতা

বর্তমান যুগের আরেকটি অন্যতম ট্র্যাজেডি হলো, কেবল উচ্চশিক্ষা, ক্যারিয়ার বা "এখনো বুঝ হয়নি"—এমন ঠুনকো দোহাই দিয়ে বাবা-মা ও অভিভাবকেরা সন্তানের বিবাহকে বছরের পর বছর দীর্ঘায়িত করে চলেছেন। এর মাধ্যমে তারা প্রকারান্তরে হালালের পথকে সুদূরপরাহত করছেন এবং সমাজজুড়ে ফেতনা, পাপাচার ও হারামের পথকে সহজ করে দিচ্ছেন। তারা ভুলে যান যে, মানুষের জীবনের সবকিছুর যিনি প্রকৃত পরিকল্পনাকারী, সর্বোত্তম নকশাকার এবং রূপদানকারী (المُصوِّر), তিনি তাঁর প্রিয় রাসুল (সা.)-এর মাধ্যমে মানবজাতিকে অনেক আগেই চূড়ান্ত বার্তা দিয়ে রেখেছেন।

পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের এই অবহেলা এবং এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে আল্লাহর রাসুল (সা.) যে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, হাদিসের কিতাবে তা এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

مَنْ وُلِد لهُ ولدٌ؛ فلْيُحسنِ اسمَهُ وأدبَه، فإذا بلغ فلْيُزَوِّجهُ، فإن بلغ ولم يُزَوِّجْهُ فأصاب إثمًا؛ فإنما إثمهُ على أبيهِ

رواه البيهقي

"যার কোনো সন্তান (ছেলে বা মেয়ে) জন্ম নেয়, সে যেন তার সুন্দর নাম রাখে এবং তাকে উত্তম আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়। অতঃপর সে যখন প্রাপ্তবয়স্ক (উপযুক্ত বয়স) হবে, তখন যেন তাকে বিবাহ দেয়। যদি সে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর পিতা-মাতা তাকে বিবাহ না দেয় এবং এর ফলে সে কোনো গুনাহে লিপ্ত হয়, তবে সেই গুনাহের দায়ভার পিতার ওপরও বর্তাবে।" *(বায়হাকি, শুআবুল ঈমান)*

عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ: "مَنْ بَلَغَتِ ابْنَتُهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَأَصَابَتْ إِثْمًا فَإِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ". رواه البيهقي في شعب الإيمان

অনুবাদ: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তাওরাতে লিখিত আছে: "যার কন্যা বারো বছরে উপনীত হলো অথচ সে তার বিবাহের ব্যাবস্থা করেনি; এরপর সেই কন্যা কোনো পাপে লিপ্ত হলে তার দায়ভার পিতার ওপরও বর্তাবে।"

(মেশকাত: ৩১৩১ শুয়াবুল ঈমান: ৮০৯৬)

অন্য এক বিখ্যাত হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও জোরালো ভাষায় বলেছেন:

إذا خَطَب إليكم مَن تَرْضَوْنَ دِينَه وخُلُقَه، فزَوِّجُوه. إلا تفعلوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأرضِ وفسادٌ عريضٌ

— رواه الترمذي

"তোমাদের কাছে যখন এমন কোনো বিয়ের প্রস্তাব আসে, যার দ্বীনদারী ও চরিত্র সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট, তবে তোমরা তার সাথে (তোমাদের মেয়েদের) বিবাহ সম্পন্ন করো। যদি তোমরা তা না করো, তবে জমিনে এক বিশাল ফিতনা ও মহাপর্যায়ের বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে।" *(সুনানে তিরমিজি)*

শিক্ষার দোহাই ও সময় ব্যবস্থাপনার ভণ্ডামি

আমাদের সমাজে আরেকটি বড় ভ্রান্ত ধারণা ও শয়তানের ধোঁকা হলো— অনেকের মনে এমন এক অদ্ভুত বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়া মানেই যেন তার ইলম অর্জনকে চিরকালের জন্য বিদায় জানানো বা পড়ালেখা থেকে চিরতরে মাহরুম হয়ে যাওয়া!

অথচ এটি সম্পূর্ণ একটি অমূলক ও অহেতুক অজুহাত মাত্র। আমরা যদি মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতার দিকে তাকাই, তবে এই দোহাইয়ের অসাড়তা খুব সহজেই প্রকাশ পেয়ে যায়। যে মেয়েরা পড়াশোনার দোহাই দিয়ে বিয়ে পিছিয়ে দেয়, তারা বিবাহের পরও ঠিকই দৈনিক ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প-গুজব, মোবাইল স্ক্রলিং এবং গীবত-শেকায়েতের পেছনে অনায়াসে সময় পার করে দিতে পারে। সাংসারিক জীবনে দৈনিক কাজ করার পাশাপাশি অতিরিক্ত কয়েকদিনের অগ্রিম কাজ গুছিয়ে রাখা, কিংবা ভবিষ্যতের জন্য নানাবিধ বৈষয়িক জিনিসপত্র জমিয়ে রাখা ও তা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকার মতো অফুরন্ত সময় ঠিকই তাদের বের হয়ে যায়। ঘর সাজানো এবং লৌকিকতার পেছনে সীমালঙ্ঘন করার মতো পর্যাপ্ত সময় ও মন-মানসিকতা তাদের থাকে; কিন্তু যত সমস্যা তৈরি হয় দৈনিক কিছু সময় দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা বা কিতাব পড়ার বেলায়! তখন অজুহাত দেওয়া হয়—বিয়ের পর নাকি মেয়েরা পড়ার সময় পায় না!

কুৎসিত সত্য: পড়াশোনার আড়ালে গুনাহের লাইসেন্স

প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত অহেতুক ও ফালতু দোহাই দিয়ে বিবাহকে পড়ালেখার মুখোমুখি এক কাল্পনিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেওয়া মোটেও যুক্তিসম্মত নয়। এর ফলশ্রুতিতে যা হচ্ছে তা অত্যন্ত ভয়াবহ—বিয়ের বয়স হওয়া সত্ত্বেও সন্তানদের বিবাহকে দীর্ঘকাল বিলম্বিত করার কারণে যুবসমাজ অবাধে নজরের জেনা, মনের জেনা এবং তথাকথিত 'প্রেম-ভালোবাসার' সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে বেড়াচ্ছে।

অভিভাবকেরা পড়াশোনার বাহানা দিয়ে নিজেদের মনকে সান্ত্বনা দিতে পারেন, কিন্তু সন্তানদের এভাবে হারামের পথে ঠেলে দিয়ে মহান আল্লাহর কঠোর পাকড়াও থেকে কোনোভাবেই রক্ষা পাওয়া যাবে না। ইসলাম এই সমস্ত আত্মঘাতী ও ফালতু দোহাইকে কখনোই সমর্থন (Allow) করে না। তাই শিক্ষার মিথ্যা দোহাই দিয়ে হালালকে আটকে রেখে, প্রকারান্তরে সন্তানদের হারাম রিলেশনশিপ ও জেনায় লিপ্ত হতে সহযোগিতা করার এই ভয়াবহ মানসিকতা চরম বিপজ্জনক ও ফেতনাময়।

উত্তম নমুনা: হযরত মুফতী ফয়জুল্লাহ রহ.-এর মেয়েগণের পড়ালেখা ও বিবাহ

হযরত মুফতিয়ে আজম ফয়জুল্লাহ রহ. নিজের দুই মেয়েকে দ্বীনী তালীমও দিয়েছেন এবং সময় মত বিবাহও দিয়েছেন, শিক্ষার দোহাই দিয়ে তাদের বিবাহকে অতি বিলম্বিত করেন নি। বড় মেয়েকে চৌদ্দ বছর বয়সে এবং ছোট মেয়েকে ষোল বছর বয়সে বিবাহ দিয়েছেন।

বড় মেয়ে শেখ রহীমা খাতুন ঘরের ভেতরের সেই অনন্য ইলমি সফরের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন:

"আমি দশ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার আগেই উস্তাদ হযরত মাওলানা আজীজুল্লাহ (রহ.)-এর কাছে নাহু ও সরফের প্রাথমিক কিতাবসমূহ পড়ি। এতে ইলম অর্জনের প্রতি আমার শখ ও মহব্বত আরও বেড়ে যায়। আমার আব্বাজান (মুফতি ফয়জুল্লাহ রহ.)-এর তীব্র তামান্না ছিল যে তিনি আমাকে পুরো নেসাবে তালীম নিজেই পড়াবেন। আমি যখন একটু বড় হলাম

এবং উস্তাদের সামনে গিয়ে বসার ক্ষেত্রে লজ্জা অনুভব করতে লাগলাম, তখন আব্বাজান নিজেই নিয়মিত আমার দরসের যিম্মাদারী নিলেন। তিনি আমার পড়ার জন্য একটি নিখুঁত রুটিন তৈরি করে দিলেন, যা দৈনিক তিন বেলা বিভক্ত ছিল: ফজর নামাজের পর, যোহর নামাজের পর এবং রাতে।"

তিনি তাঁর আব্বাজানের কাছে যে সমস্ত কিতাব পড়েছেন, সেগুলোর বিবরণ দিয়ে আরও বলেন:
"আমি আব্বাজানের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি ও সাহিত্যিক কিতাবসমূহ পড়েছি। তিনি আমার তালীম শুরু করেছিলেন ফারসি সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কিতাব 'কারীমা' ও 'গুলিস্তাঁ' ইত্যাদি দিয়ে। এরপর আরবি ভাষায় ভালো যোগ্যতা অর্জনের জন্য ফারসি কিতাবের পাশাপাশি উচ্চমানের সাহিত্য ও তরবিয়তি কিতাব পড়ান, যেমন: 'মুফীদুল তালেবীন', 'তালীমুল মুতাআল্লিম', 'কালয়ূবী', 'কাসীদায়ে বুরদাহ' ও 'নাফহাতুল আরব'। এর সাথে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.)-এর বিখ্যাত কিতাব **'আল-ফুরকান** বাইনা আওলিয়াইর রাহমান ওয়া আওলিয়াইশ শাইতান'-ও পড়িয়েছেন।"

"ফিকহ শাস্ত্রে আমি তাঁর কাছে 'মালা বুদ্দা মিনহু' এবং 'মুখতাসারুল কুদুরী' পড়েছি। এছাড়াও তিনি তাঁর নিজের লেখা একটি কিতাবও আমাকে পড়িয়েছেন, যা আরবি ও ফারসি ভাষায় শরয়ি ফতোয়ার সংকলন—যার নাম ছিল **'ফাতাওয়ায়ে লা বুদ্দিয়াহ'**।"

মুহতারমা রহীমা খাতুন সেই সোনালী মারহালার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন:
"যখন আমি তেরো বছর বয়সে পদার্পণ করলাম এবং মহান আল্লাহর মেহেরবানিতে আরবি ভাষা ও আদবের ওপর আমার একটি মজবুত যোগ্যতা তৈরি হলো, তখন আব্বাজান (রহ.) আমাকে ফিকহের সুবিখ্যাত কিতাব **'হেদায়া'**-র দরস দেওয়া শুরু করলেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার ওপর তাঁর অসীম দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলেন; তিনি আমার অন্তরে ইলম অর্জনের প্রতি এবং কিতাব মুতালাআর প্রতি এক গভীর মহব্বত ও ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। আল্লাহর লাখো শোকর, আমি দিন-রাত কিতাব অধ্যয়ন ও দরসের মাঝে ডুবে থাকতাম। মুতালাআর প্রতি আমার প্রবল আকর্ষণের কারণে আমি রাতে আব্বাজানের অলক্ষ্যে একটি বুদ্ধি খাটাতাম; আমি একটি কাগজ দিয়ে হারিকেনের চারপাশ ঢেকে দিতাম—যাতে এর আলোর তীব্রতা কমে যায় এবং কেউ আমার জেগে থাকার বিষয়টি টের না পায়। এভাবে গভীর অনুরাগ ও তৃপ্তি সহকারে গভীর রাত পর্যন্ত কিতাব মুতালাআ করতাম, এরপর ঘুমাতাম।

যখন আমি 'হেদায়া' কিতাবের দরস শুরু করলাম, তখন দিন দিন একেকটি দরস করে খুব দ্রুত কিতাবটি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমি হেদায়ার প্রথম দুই খণ্ডের (আউয়ালাইন) দরস শেষ করে ফেললাম।

তখন আব্বাজান (রহ.) পুনরায় প্রথম থেকে আমাকে 'হেদায়া' কিতাবটির দরস দেওয়া শুরু করলেন এবং এর সাথে হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত কিতাব **'মিশকাত'**-এর দরসও জুড়ে দিলেন। তিনি আমাকে 'মিশকাতুল মাসাবীহ' কিতাবটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হরফ বাই হরফ (খুব নিখুঁতভাবে) পড়ালেন। এর সাথে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহ.)-এর

লেখা মিশকাতের অত্যন্ত মূল্যবান ও বিখ্যাত ফারসি শরাহ **'আশিয়াতুল লামাআত'**-এর চারটি খণ্ডও সম্পূর্ণ শেষ করালেন।

যখন 'আশিয়াতুল লামাআত' শরাহসহ 'মিশকাত' কিতাবের দরস সমাপ্তির কাছাকাছি পৌঁছাল, তখন আমার বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ বছর। একবার পূর্ণ মিশকাত শরীফ পড়ার পর আব্বাজান দ্বিতীয়বারের মতো আবার আমাকে মিশকাতের দরস দিলেন এবং এবার এর সাথে **'তাফসীরে জালালাইন'**-এর দরস শুরু করলেন। পাশাপাশি হেদায়া কিতাবের বাকি থাকা শেষ দুই খণ্ডও (সালেস ও রাবে) আমাকে পড়াতে লাগলেন। সেই বছরই (অর্থাৎ চৌদ্দ বছর বয়সেই) আমার আকদ ও বিবাহ সম্পন্ন হয়। মহান আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া যে, বিয়ের আগেই আমি ইলমি যিন্দেগীর এই সমস্ত মহান ও যুগান্তকারী কিতাবসমূহের দরস সমাপন করতে পেরেছিলাম।

আলহামদুলিল্লাহ, বিয়ের পরেও আমার তালীম ও পড়াশোনা বন্ধ হয়নি; পরবর্তীতে আমি আব্বাজানের কাছে মিরাস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কিতাব **'সিরাজী'** এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর সংকলিত বিখ্যাত হাদীসের কিতাব **'মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ'** পড়েছি। তখন আমার সাথে আমার ছেলে হুসাইনও দরসে শরীক ছিলো।

অন্যদিকে, আমার ছোট বোন 'যয়নব' শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা আজীজুল্লাহ (রহ.)-এর কাছে নাহু ও সরফের প্রাথমিক কিতাবসমূহ পড়া শুরু করে। এরপর সে আব্বাজান (রহ.)-এর কাছে 'তালীমুল মুবতাদী, তরজমাতুল কুরআন, 'ফয়জুল কালাম' ও 'হেদায়াতুল ইবাদ'সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করে।

ঠিক ওই সময়েই আব্বাজান আমাদের দুই বোনকে—আমাকে এবং বোন যয়নবকে—একসাথে বসিয়ে পবিত্র কুরআনের তরজমা শেখানো শুরু করেন। তিনি মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় তাফসীরসহ আল্লাহর কিতাবের পূর্ণ তরজমার দরস আমাদের শেষ করান। ঘরের কিছু সাংসারিক ব্যস্ততার কারণে মাঝেমধ্যে আমার দরস অনুপস্থিতি হতো, কিন্তু আমার ছোট বোন যয়নব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে পবিত্র কুরআনের তরজমার দরসে হাজির থাকত; তাঁর একটি দিনও কুরআন তরজমার দরস ছুটে যায়নি।"

এখানে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হলো, হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.) তাঁর দুই কন্যাকে শরিয়তের উচ্চতর ইলম এবং আরবি ভাষা শেখানোর ব্যাপারে অত্যন্ত সচেষ্ট থাকা সত্ত্বেও—এই তালীম ও পড়াশোনাকে তাঁদের বিবাহের ক্ষেত্রে কোনো অজুহাত বা বাধা হতে দেননি; বরং সুন্নাতে নববীর অনুসরণ এবং হালাল পথকে সহজ করার লক্ষ্যে তিনি অল্প বয়সেই তাঁদের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। কেননা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:
তাওরাতে লিখিত রয়েছে: "যার কন্যা বারো বছরে পদার্পণ করল, অথচ সে তার বিবাহের ব্যবস্থা করল না এবং এরপর সেই কন্যা কোনো গুনাহে লিপ্ত হলো, তবে সেই গুনাহের দায়ভার তার পিতার ওপর বর্তাবে।"

(বায়হাকী, শুআবুল ঈমান)

তিনি তাঁর বড় কন্যাকে চৌদ্দ বছর বয়সে এবং ছোট কন্যাকে ষোলো বা সতেরো বছর বয়সে—চরম পবিত্রতা ও কলঙ্কমুক্ত হালতে—বিবাহ দেন। তাঁদের বিদায় ও রুখসতী অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ শরয়ি তরিকায়, অত্যন্ত সাদাসিধে ও লৌকিকতামুক্ত অবস্থায় সুন্নাত মোতাবেক সম্পন্ন হয়েছিল; যেখানে উভয় কন্যার মোহরানা "মহরে ফাতেমী" অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছিল।

সামাজিক অসভ্যতা ও নিষ্ঠুরতা এবং মেয়েদের ওপর যুলুম

আমাদের বর্তমান সমাজের এই কুসংস্কারপূর্ণ বিবাহের অসভ্যতা, অভদ্রতা ও নিষ্ঠুরতার আরেকটি অন্ধকার দিক হলো—অসহায় মেয়েদের প্রতি নানামুখী যুলুম ও শোষণ। প্রথমত, বিয়ের সময় বরের বাড়ির লোকজন নিয়ে মেয়ের বাড়িতে গিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ 'বৈরাত' (বরযাত্রী) খাওয়া, বিভিন্ন ঋতুতে 'মৌসুমী ফল বা উপহার' গ্রহণ করা, 'ফিরানি' প্রথা এবং বিভিন্ন অজুহাতে মেয়ের বাপের বাড়ির পক্ষ থেকে একচেটিয়াভাবে শোষণ করার কুপ্রথা সমাজে জেঁকে বসেছে। বরপক্ষের মুখে সরাসরি কোনো আর্থিক দাবি থাকুক বা না থাকুক, সমাজ-নির্ধারিত এই সমস্ত লৌকিক উপহার-উপঢৌকনের আদান-প্রদানে সামান্য ত্রুটি হলেই তার খেসারত দিতে হয় সেই অসহায় মেয়েটিকে! তাকে সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে প্রতিনিয়ত মানসিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

গৃহবধূ: পরিবারের সদস্য নাকি সস্তা দাসী?

একটি মেয়ে তার চেনা পরিবেশ, আপন বাবা-মা ও ভাই-বোনকে ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন একটা পরিবারে আসে। অথচ অধিকাংশ শ্বশুরবাড়িতে সেই নতুন গৃহবধূকে ঘরের অন্যান্য সদস্যদের মতো আপন করে নেওয়া হয় না। বরং তার ওপর একচেটিয়াভাবে শুধু ঘরের সমস্ত কাজ চাপিয়ে দেওয়া হয়। পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের সুবিধা-অসুবিধা, রোগ-বালাই বা ক্লান্তির কথা যেভাবে চিন্তা করা হয়, সেই নতুন গৃহবধূর বিষয়টি সেভাবে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেওয়া হয় না। উল্টো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তার কাজের চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয় এবং প্রতিনিয়ত নানা খুঁত ও দোষ খুঁজে তাকে খোঁটা দেওয়া হয়।

এই চরম মানসিক নির্যাতনের কারণে পরিবারগুলোতে আজ বড় বড় ফাসাদ ও অশান্তি দেখা দিচ্ছে। সমাজ ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের আচরণ দেখে মনে হয়—মেয়েটির বিবাহ হওয়াই যেন তার জীবনের এক মহা অপরাধ! অসহায় একটি মেয়ের ওপর এই সমাজ ও পরিবার মিলে যে চরম পর্যায়ের যুলুম চালায়, তা এতটাই জঘন্য যে—এমন অন্যায়ের প্রতিবাদে যদি আকাশ ভেঙে পড়ে বা জমিন ধসে যায়, তবুও যেন তা কোনো বড় ব্যাপার নয়! আল্লাহ তাআলা আমাদের সমাজকে এই অসভ্যতা বোঝার তাওফীক দান করুন।

হিংসার 'ক্যান্সার' এবং রাসুল (সা.)-এর কঠোর হুঁশিয়ারি

এই যুলুমের আরেকটি কুৎসিত রূপ হলো—অনেক সময় মেয়ের শ্বশুরবাড়ির অন্য নারীরা (যেমন ননদ বা শাশুড়ি) স্বামী ও স্ত্রীর মধুময় সম্পর্কের মাঝে হিংসার আগুন জ্বালিয়ে ফাসাদ সৃষ্টি করে। তাদের মনোভাব এমন থাকে যে—"সে অন্য

ঘরের মেয়ে, এখানে এসে কেন শান্তিতে থাকবে? এটা আমরা সহ্য করব না।" ফলে তারা চক্রান্ত করে নতুন দম্পতিকে শান্তিতে সংসার করতে দেয় না।

পারিবারিক শান্তির বুকে কুঠারাঘাতকারী এই সমস্ত ক্যান্সারতুল্য হিংসার রোগে আক্রান্ত নারীদের রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এই বজ্রকঠিন হাদিসটি নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। প্রিয় নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ

"যে ব্যক্তি কোনো স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে উস্কানি দেয় (অথবা এর বিপরীতে স্বামীকে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে উভয়ের মাঝে ফাসাদ ও অমিল সৃষ্টি করে) অথবা কোনো দাসকে তার মনিবের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" *(সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং: ২১৭৫)*

একটি নতুন পরিবারকে যারা নিজেদের হিংসার কারণে অশান্তিময় ও অস্থির করে দেয়, তারা আল্লাহর রাসুলের উম্মত হওয়ার যোগ্যতা হারায়।

সুতরাং, বিয়ের নামে এই শোষণ, দাসত্ব মানসিকতা এবং ঘর ভাঙার নোংরা খেলা বন্ধ না হলে আমাদের সমাজ কখনো আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারবে না।

সুন্নাহর আলোকেই হোক জীবন ও সমাজের মুক্তি

পরিশেষে বলা যায়, বিবাহ কোনো বৈষয়িক বিলাসিতা নয়; বরং এটি দ্বীনের অর্ধেক এবং আত্মিক প্রশান্তির এক ঐশ্বরিক জান্নাতী চাদর। মানুষের তৈরি করা বৈষয়িক সামর্থ্যের মিথ্যা মাপকাঠি, আভিজাত্যের অন্ধ অহংকার, লক্ষ কোটি টাকার কাবিনের কৃত্রিম প্রাচীর কিংবা পড়াশোনা ও ক্যারিয়ারের ছদ্মবেশী অজুহাত—কোনো কিছুই দাম্পত্য জীবনে সুখ ও পবিত্রতা এনে দিতে পারে না। মানুষের তৈরি ফালতু দোহাইয়ের শেষ যেখানে, মহান আল্লাহর অসীম কুদরতের শুরু সেখানে।

আসুন, ভবিষ্যতের অমূলক ভয় ঝেড়ে ফেলে আমরা আমাদের অন্তরকে পবিত্র কুরআনের সেই পরম আশ্বাসের বাণী দিয়ে শান্ত করি, যেখানে রাব্বুল আলামিন পবিত্রতার অভিযাত্রীদের জন্য ঘোষণা করেছেন:

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।" *(সূরা আর-রূম, আয়াত: ২১)*

আমাদের মনে রাখা উচিত, হালালের পথকে কঠিন করার অর্থই হলো সমাজকে অবক্ষয় আর জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেওয়া। তাই আসুন, সমস্ত লৌকিকতা ও শয়তানের ধোঁকাকে পায়ে দলে প্রিয় নবী (সা.)-এর সেই যুগান্তকারী ও বরকতময় বাণীটিকে আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র বানিয়ে নিই, যেখানে তিনি ইরশাদ করেছেন:

"সেই বিবাহই সবচেয়ে বেশি বরকত ও কল্যাণময়, যা অত্যন্ত সহজ এবং স্বল্প খরচে সম্পন্ন হয়।"

(মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকি)

আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মুসলমানকে দ্বীন ও দুনিয়ার বাস্তব সফলতার সহিহ বুঝ দান করুন, এবং তাঁর হুকুম মোতাবেক ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করে উভয় জগতের সফলতা দান করুন, আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

একটি ঐতিহাসিক চিঠি:

কুসংস্কারমুক্ত বিবাহের ডাক

মেয়েকে ভাতিজার কাছে বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাবের পর বড় ভায়ের প্রতি সম্মান ও সম্মতি প্রকাশ করে মুফতিয়ে আজম রহ.-এর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নসিহতমূলক চিঠির একাংশের অনুবাদ:

উপকারী কিছু কথা: নেককার মেয়ে জয়নবের বিবাহের প্রসঙ্গে (সে দীর্ঘজীবী হোক এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে সমস্ত মন্দ ও আপতিত বিপদ-আপদ থেকে হিফাজত করুন।) এর সম্বোধন করা হয়েছে সম্মানিত ভাই, অর্থাৎ আমাদের শ্রদ্ধেয় চাচাতো ভাই এবং আমাদের এবং গোটা এলাকার সম্মানিত মুরব্বী ফয়জ আহমদ চৌধুরী (তাঁর মর্যাদা চিরস্থায়ী হোক)-এর প্রতি।

হে আমাদের সম্মানিত ভাই! আপনি আমাদের সর্দার ও বড়, বরং বয়স, মর্যাদা, সম্মান ও প্রতিপত্তির দিক থেকে আপনি এই পুরো গ্রামেরই বড়। আর আমি আপনার ছোট ভাই। আমি আপনার সাথে উপকারী কিছু কথা বলতে চাচ্ছি। নিজের দায়িত্ব আদায়ের নিমিত্তে কেবল স্নেহ ও হিতাকাঙ্ক্ষাই আমাকে এই কথার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। অতএব, আপনার মহত্ত্বের কাছে আশা রাখি যে, আপনি অত্যন্ত মনোযোগ ও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে কথাগুলো শুনবেন এবং একে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে (বা খারাপ অর্থে) গ্রহণ করবেন না। বরকত ও ভূমিকা স্বরূপ আমি প্রথমে আপনার সামনে কয়েকটি বরকতময় হাদিস পেশ করছি:

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: **"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হব।"** ২. তিনি আরও বলেছেন: **"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার মন-মানসিকতা ও কামনা-বাসনা আমি যা নিয়ে এসেছি (শরীয়ত) তার অনুগামী না হয়।"** ৩. তিনি আরও বলেছেন: **"যে ব্যক্তি আমার আদর্শকে ভালোবাসল, সে মূলত আমাকেই ভালোবাসল। আর যে আমাকে ভালোবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথেই থাকবে।"** ৪. তিনি আরও বলেছেন: **"আমার উম্মতের ফাসাদ বা বিগড়ে যাওয়ার সময় যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে, সে একশত শহীদের সওয়াব পাবে।"** ৫. তিনি আরও বলেছেন: **"সবচেয়ে বরকতময় বিবাহ হলো সেটি, যা অতি সহজ (সামান্য) খরচে সম্পন্ন হয়।"** এখন আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করে মূল উদ্দেশ্যের দিকে অবতীর্ণ হচ্ছি।

আমি এবং আপনি—আমরা উভয়েই এখন অতি বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়েছি। আমরা মৃত্যুর একেবারে নিকটবর্তী হয়ে গেছি। অতি শীঘ্রই আমাদের কবরের সোপর্দ করা হবে এবং আমরা সেখানে চিরতরে শায়িত হব। এমন অবস্থায় আমাদের জন্য কি এটা মোটেও সমীচীন হবে যে, আমরা এমন কোনো কাজে লিপ্ত হই যার জন্য কিয়ামতের ময়দানে আমাদের পাকড়াও হতে হয় কিংবা তিরস্কারের মুখোমুখি হতে হয়?

মানুষ আমার ব্যাপারে ধারণা ও বিশ্বাস রাখে যে—আমি একজন দ্বীনদার আলেম। আমি তো কোনো আমীর-উমারা নই, কিংবা বিলাসিতা ও ভোগ-বিলাসে মত্ত কোনো ধনকুবের বা বৃত্তবানদের কেউ নই। এমতাবস্থায় আমাদের জন্য কি সম্মানিত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং মহান সালাফে সালেহীনের ইক্তিদা ও অনুসরণ করা উচিত, নাকি দুনিয়াদার ভোগবিলাসী ধনীদের অনুকরণ করা?

শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহ হলো অত্যন্ত সহজ এবং সাবলীল একটি বিষয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে সমাজ বিনির্মাণের নামে এই বিবাহের সাথে জুড়ে দেওয়া নানাবিধ সামাজিক প্রথা, লৌকিকতা ও কৃত্রিম জাঁকজমকের কারণে এটি কাঠামোগত ও আর্থিক উভয় দিক থেকেই নিশ্চিতভাবে একটি অত্যন্ত কঠিন ও জটিল বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

বর্তমান যুগে বিবাহের সাথে জুড়ে থাকা এই সমস্ত লৌকিকতা ও কৃত্রিম জাঁকজমক নিশ্চিতভাবেই দুনিয়াদার ভোগবিলাসী ও বৃত্তবানদের থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, সালাফে সালেহীনের থেকে যে নেওয়া হয়নি—তা একেবারেই নিশ্চিত।

এই সমস্ত লৌকিকতা ও অপচয়ের মূল ভিত্তি ও উৎস হলো—রিয়া (লোকদেখানো মানসিকতা), সুমআহ (লোকশোনানো বা নাম ডাকের মোহ), পদের লোভ, প্রশংসা কুড়ানো, লোকলজ্জা বা অপবাদ থেকে বাঁচার চেষ্টা এবং পারস্পরিক অহংকার ও বড়াই প্রদর্শন। এর মধ্যে বিন্দুমাত্রও কোনো আন্তরিকতা (ইখলাস) নেই এবং নিশ্চিতভাবেই এর কোনো সওয়াবও নেই।

অধিকন্তু, এগুলো লিপ্ত হওয়ার মাঝে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়েরই বিপর্যয় ও ধ্বংস নিহিত রয়েছে। এই বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা নেই; যার অন্তরে সামান্যতম বুদ্ধি এবং ইনসাফ আছে, সে একে অস্বীকার করতে পারবে না। অবশ্য যার অন্তর ঈমানের আলোয় আলোকিত হয়নি এবং সুন্নাহর মহব্বত ও দৃঢ় বিশ্বাসের পরশে পরিচ্ছন্ন হয়নি, তার পক্ষ থেকে এই সত্যকে অস্বীকার করা মোটেও অসম্ভব নয়।

কাজেই, এই সমস্ত লৌকিকতা ও পঙ্কিলতা মানুষকে পরকালীন শাস্তির দিকে ঠেলে দেওয়া মোটেও বিচিত্র নয়। অতএব, সাধারণ মুসলমান ও তাওহীদি জনতার জন্য, বিশেষ করে সাইয়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈনের সুন্নাহর প্রেমিকদের জন্য এগুলো বর্জন করা ওয়াজিব, কবি বলেন,

ز عمرو اے پسر چشمِ اجرت مدار - چوں در خانۂ زید باشی بکار

"হে আমার সন্তান! তুমি যদি যায়েদের ঘরের কাজ করো, তবে আমরের কাছ থেকে পারিশ্রমিকের আশা রেখো না।"
(ভাবার্থ: তোমরা যদি দুনিয়াদার ও কুপ্রথার গোলামী করো, তবে আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা কোরো না)

আর আমাদের মতো মানুষদের (আলেমদের) পক্ষ থেকে এই সমস্ত সামাজিক কুপ্রথার চর্চা করা সাধারণ মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষেত্রে আরও বেশি ভূমিকা রাখে। ফলে, এর কারণে আমরা যে 'আইম্মাহ মুদিল্লীন' বা পথভ্রষ্টকারী নেতাদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব—নাউযুবিল্লাহ, তা কিন্তু মোটেও অসম্ভব নয়।

আল্লাহর কসম! এই সমস্ত প্রথা ও লৌকিকতা যদি কোনো কল্যাণ ও সওয়াবের কাজ হতো, তবে ইনশাআল্লাহ তায়ালা আপনি আমাকেই সবার আগে এই কাজে লিপ্ত হতে দেখতেন এবং এটি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমাকেই সবচেয়ে বেশি লালায়িত পেতেন। কিন্তু আমি তো এগুলোকে কেবলই মন্দ এবং গোমরাহীর কাজ হিসেবে দেখছি, ঠিক একারণেই আপনি আমাকে এগুলো থেকে সবচেয়ে বেশি পলায়ন করতে এবং সতর্কতা অবলম্বন করতে দেখছেন।

আপনারা তো এর আগে দুই ছেলের এবং তিন মেয়ের বিবাহ দিয়েছেন; সেখানে নিজেদের মন-চাহিদা পূরণ করেছেন এবং এই সমস্ত লৌকিকতা ও প্রথার চর্চাও করেছেন। এখন এই বিবাহটিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করুন এবং সুন্নাহর অনুসরণ ও ফজিলত অর্জনের জন্য এটিকে সর্বোত্তম ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করুন। সুতরাং, এই বিবাহটিকে সমস্ত সামাজিক পঙ্কিলতা ও লৌকিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখুন; তাহলে আপনারা ইহকাল ও পরকালের সৌভাগ্য লাভ করবেন এবং উভয় জাহানের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবেন।

আল্লাহই আমাদের রব, আমাদের ইলাহ এবং আমাদের মালিক; আর আমরা তাঁর বান্দা ও গোলাম। কিন্তু আফসোস! আজ আমরা আমাদের নফস ও কুপ্রথার গোলামে পরিণত হয়েছি; নিজেদের মন-চাহিদা আর সামাজিক প্রথাকেই আমরা উপাস্য বানিয়ে নিয়েছি। আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করতে সামান্যও দ্বিধাবোধ করি না, অথচ নফস ও কুপ্রথার খেলাফ বা উল্টো চলার মতো সাহস আমাদের হয় না! আমাদের এই অবস্থার ওপর চরম আফসোস! আমাদের পরিস্থিতি আজ কতটা উল্টো দিকে মোড় নিয়েছে!

কতিপয় আয়াত ও হাদিছ:

<u>কুরআন-সুন্নাহর আলোয় জীবনের পাথেয়</u>

১. দুনিয়ার চাকচিক্য ও ক্ষণস্থায়ী মোহের হাকীকত

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا - وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

অনুবাদ: "মানবজাতিকে মোহাচ্ছন্ন করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, স্তূপীকৃত সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও খেতখামারের প্রতি আকর্ষণ। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্যসামগ্রী। আর আল্লাহর নিকটেই রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।" (সূরা আল-ইমরান: ১৪)

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

অনুবাদ: "আর পার্থিব জীবন তো খেলাধুলা ও তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য পরকালের আবাসই উত্তম। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?" (সূরা আল-আনআম: ৩২)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

অনুবাদ: "ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য মাত্র। আর স্থায়ী সৎকাজসমূহ আপনার রবের নিকট প্রতিদান প্রাপ্তির দিক থেকে উত্তম এবং আশার আলো হিসেবেও শ্রেষ্ঠ।" (সূরা আল-কাহাফ: ৪৬)

হাদিছ শরীফে বর্ণিত আছে

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ

অনুবাদ: রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্র্যের ভয় করি না, বরং আমি ভয় করি যে—তোমাদের ওপর দুনিয়ার প্রাচুর্য ঢেলে দেওয়া হবে, যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর তোমরা দুনিয়া পাওয়ার জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা শুরু করবে যেমন তারা করেছিল, আর তা তোমাদের ধ্বংস করে দেবে যেমন তাদের ধ্বংস করেছিল।" (সহীহ মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

অনুবাদ: রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "সমগ্র দুনিয়াই হলো সাময়িক ভোগের সামগ্রী। আর এই দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ হলো এক নেককার (উত্তম চরিত্রবান) স্ত্রী।" (সহীহ মুসলিম)

২. আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল ও রিযিকের নিশ্চয়তা

ভবিষ্যতের অমূলক ভয় ও অভাবের চিন্তাই মানুষকে সুন্নাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। অথচ তাওয়াক্কুলই মানুষের সকল সমস্যার সমাধান:

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

অনুবাদ: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাপ নির্ধারণ করে রেখেছেন।" (সূরা আত-ত্বলাক: ৩)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

অনুবাদ: "ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোনো জীব নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর ন্যস্ত নয়। তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসস্থান সম্পর্কে অবগত। সবকিছুই এক সুস্পষ্ট কিতাবে (লওহে মাহফুযে) রয়েছে।" (সূরা হূদ: ৬)

হাদিছ শরীফে বর্ণিত আছে

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

অনুবাদ: রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যদি আল্লাহর ওপর সঠিক ও যথাযথভাবে ভরসা (তাওয়াক্কুল) করতে, তবে তোমাদের ঠিক সেভাবেই রিযিক দেওয়া হতো যেভাবে পাখিদের দেওয়া হয়—যারা সকালে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে নীড়ে ফিরে আসে।" (সুনানে তিরমিযী)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا

অনুবাদ: রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "হে লোকসকল! আল্লাহকে ভয় করো এবং রিযিক অন্বেষণে উত্তম পন্থা অবলম্বন করো। কেননা, কোনো প্রাণই তার জন্য নির্ধারিত রিযিক পূর্ণমাত্রায় ভোগ করার আগে কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না, যদিও তা পেতে কিছুটা বিলম্ব হোক না কেন।" (মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ)

৩. সুন্নাহর অনুসরণে দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা

সামাজিক কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে বাঁচার এবং ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি অর্জনের একমাত্র উপায় প্রিয় নবী (সা.)-এর সুন্নাহর নিঃশর্ত অনুসরণ:

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অনুবাদ: "(হে নবী!) আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো; আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

(সূরা আল-ইমরান: ৩১)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

অনুবাদ: "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ—এমন ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।" (সূরা আল-আহযাব: ২১)

হাদিছ শরিফে বর্ণিত আছে

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

অনুবাদ: রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহর প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করবে (সুন্নাহর তোয়াক্কা করবে না), সে আমার উম্মতের দলভুক্ত নয়।" (সহীহ বুখারী)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

অনুবাদ: বিদায় হজের ভাষণে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "হে লোকসকল! আমি তোমাদের মাঝে এমন দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না; তা হলো—আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ।" (মুস্তাদরাকে হাকিম)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

অনুবাদ: রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কেবল সে ছাড়া যে অস্বীকার করেছে।" সাহাবিগণ আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! কে অস্বীকার করে?" তিনি বললেন, "যে আমার আনুগত্য করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করলো, আর যে আমার অবাধ্যতা করলো, সে-ই (জান্নাতে যেতে) অস্বীকার করলো।" (মিশকাতুল মাসাবীহ)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

অনুবাদ: রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর খুতবায় বলতেন: "অতঃপর জেনে রেখ, সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথনির্দেশ বা আদর্শ হলো মুহাম্মাদ (সা.)-এর আদর্শ। আর (দ্বীনের মাঝে) নিকৃষ্টতম বিষয় হলো মনগড়া নতুন প্রথার উদ্ভাবন এবং প্রতিটি নতুন প্রথাই (বিদআত) হলো পথভ্রষ্টতা।" (সুনানে ইবনে মাজাহ)

পরিশিষ্ট

এই পুস্তিকার পাতাগুলোতে আমরা ইসলামের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র ইবাদত—'বিবাহ'কে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজের কিছু কুৎসিত বাস্তবতার ব্যবচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছি। আমরা দেখেছি কীভাবে লৌকিকতা, অহংকার আর তথাকথিত উচ্চশিক্ষার মিথ্যা দোহাই দিয়ে আমরা হালালের পথকে কন্টকাকীর্ণ করে তুলেছি এবং অবহেলায় যুবসমাজকে হারামের দিকে ঠেলে দিচ্ছি। অন্যদিকে, বিয়ের পর একটি নিষ্পাপ মেয়ের ওপর সমাজ ও পরিবারের পক্ষ থেকে যে মানসিক ও আর্থিক শোষণ চালানো হয়, তার ভয়াবহ চিত্রও আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে।

এই সামাজিক ব্যাধি ও জাহেলিয়াত থেকে মুক্তি পেতে এবং একটি সুন্নাহভিত্তিক শান্তিময় সমাজ গড়তে পুস্তিকার মূল দাবিগুলোকে এখানে সংক্ষেপে পুনর্ব্যক্ত করা হলো:

১. অভিভাবকদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান

- **হালালকে সহজ করুন:** সন্তানের বয়স উপযুক্ত হলে ক্যারিয়ার বা "এখনো বোঝেনি" এমন ফালতু বাহানা দিয়ে বিয়ে বিলম্বিত করবেন না। মনে রাখবেন, আপনার সন্তানকে পড়াশোনার আড়ালে নজরের জেনা ও মনের জেনায় লিপ্ত হতে সহযোগিতা করার দায়ভার পিতা-মাতা হিসেবে আপনার ওপরও বর্তাবে।
- **তাওয়াক্কুল মজবুত করুন:** রিজিকের মালিক মহান আল্লাহ। সামর্থ্যের কৃত্রিম ও বিলাসবহুল মাপকাঠি তৈরি করে আল্লাহর দেওয়া বরকত থেকে নিজেদের বঞ্চিত করবেন না।

২. বরপক্ষ ও যুবসমাজের প্রতি বার্তা

- **অপসংস্কৃতি বর্জন করুন:** বরযাত্রীর নামে 'বৈরাত' খাওয়া, কনের বাড়ির ওপর উপহার বা ফিরানির নামে একচেটিয়া শোষণের যে প্রথা চলছে, তা সম্পূর্ণ বর্জন করুন। সুন্নাহর বিয়ে হবে সরল, অনাড়ম্বর এবং চাপমুক্ত।
- **নারীদের সম্মান দিন:** গৃহবধূ কোনো সস্তা দাসী নয়, সে আপনার ঘরে আল্লাহর দেওয়া এক পবিত্র আমানত। নিজের বোন বা মেয়ের জন্য যে সুবিধা ও সম্মান আপনি আশা করেন, ঘরের পুত্রবধূর জন্যও ঠিক একই মানসিকতা লালন করুন।

৩. হিংসার 'ক্যান্সার' থেকে সাবধান

- **সম্পর্ক নষ্ট করা থেকে বিরত থাকুন:** শাশুড়ি, ননদ বা পরিবারের অন্য সদস্যরা খবরদার—স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কের মাঝে হিংসার আগুন জ্বালাবেন না। মনে রাখবেন, সুকৌশলে একটি সংসার ভেঙে দেওয়া বা স্বামীর মনে স্ত্রীর প্রতি ক্ষোভ তৈরি করে দেওয়া এতটাই জঘন্য অপরাধ যে, লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর উম্মতের খাতা থেকে নিজের নাম কেটে ফেলে।

শেষ প্রার্থনা

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সমাজ আজ কুসংস্কারের অন্ধকার বেড়াজালে আবদ্ধ। চোখের জেনা, মনের জেনা আর চারপাশের ফেতনার হাত থেকে আমাদের যুবসমাজকে রক্ষা করার একমাত্র ঢাল হলো সুন্নাহসম্মত বিবাহ।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে, বিশেষ করে অভিভাবকদের এই নির্মম সত্যগুলো বোঝার তাওফীক দান করুন। আমাদের মা-বোনদের ওপর হওয়া সমস্ত সামাজিক ও পারিবারিক যুলুমের অবসান ঘটান। আমাদের প্রতিটি ঘরকে আপনার রাসুলের সুন্নাহর আলোয় আলোকিত করে দিন এবং দাম্পত্য জীবনে জান্নাতী প্রশান্তি, অকৃত্রিম ভালোবাসা ও অফুরন্ত বরকত নাজিল করুন।

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০১)

আমীন, ইয়া রাববাল আলামীন।